মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও বিজিবির নিরাপত্তা তিন থানার কার্যক্রম শুরু

সেনাবাহিনী ও বিজিবির নিরাপত্তায় মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৯ আগস্ট) দুপুরের পর থেকে থানার স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সেনাবাহিনী ও মুজিবনগর থানায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির পাশাপাশি সেনাটহলও অব্যহত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর সহযোগীতায় আমরা স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেছি। মুজিবনগরে বিজিবি মোতায়েনের আদেশ হয়েছে তারাও পুলিশকে সহযোগীতা করবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন থানায় ভাংচুর, হামলা ও অগ্নিসংযোগকরা হলে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে কর্মবিরতীতে যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে মেহেরপুরসহ সারাদেশে ব্যাপক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায় দূবৃত্তরা। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেয়। শুক্রবার সারাদেশে দেশের সকল থানায় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগে সেনাবাহিনী ও বিজিবি সহযোগীতা প্রদান করে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সহযোগীতায় তিন থানার

কার্যক্রম শুরু

সেনাবাহিনী ও বিজিবির নিরাপত্তায় মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার দুপুরের পর থেকে থানার স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সেনাবাহিনী ও মুজিবনগর থানায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির পাশাপাশি সেনাটহলও অব্যহত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর সহযোগীতায় আমরা স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেছি। মুজিবনগরে বিজিবি মোতায়েনের আদেশ হয়েছে তারাও পুলিশকে সহযোগীতা করবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন থানায় ভাংচুর, হামলা ও অগ্নিসংযোগকরা হলে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে কর্মবিরতীতে যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে মেহেরপুরসহ সারাদেশে ব্যাপক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায় দূবৃত্তরা। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেয়। শুক্রবার সারাদেশে দেশের সকল থানায় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগে সেনাবাহিনী ও বিজিবি সহযোগীতা প্রদান করে।

বিদ্যুত বিভাগ মেহেরপুরের গাফিলতিতে বাড়ি বাড়িতে মৃত্যু ফাঁদ

বিদ্যুৎ বিভাগের সঞ্চালন লাইন থেকে আবাসিক ভবনে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে কোন সতর্কতা মূলক নীতির তোয়াক্কা করছে না মেহেরপুরের বিদ্যুত বিভাগ। ফলে পৌর শহর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকার

দূর্ঘটনার শিকার রক্তিম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,’বিকালে বৃষ্টি ছেড়েগেলে আমি পার্শবর্তী মুদী দোকানের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলাম। গেটে হাত দিতেই প্রচণ্ডভাবে শক খেয়ে আমি মাটিতে পড়ে যায়। গতবছর আমার বড় ভাবিও একই ঘটনার শিকার হয়েছিলো। এখানে কোন মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত মনেহয় বিদ্যুত বিভাগের টনক নড়বে না।

এসময় প্রতিবেদকের সাথে কথা হয় সেখানে উপস্থিত ওজোপাডিকোর লাইন ম্যান ও রেসকিউ টিমের সাথে। এসময় তারা বৃহস্পতিবার সকালেই অন্য একটি পোল থেকে বাশের খুঁটির মাধ্যমে সংযোগ লাইনটি সরিয়ে দেবেন বলে জানান।

ছায়াপথ ভবনের মালিক মাহমুদা খাতুন বলেন, ‘এধরণের দূর্ঘটনা এবারই প্রথম না। প্রতিবছরই দুই-একবার করে একই কারনে রাড়ির সদস্যরা দূর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ওজোপাডিকো বরাবর আমি দু- দফা লিখিত অভিযোগ করলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এবারও যদি লাইনটি না সরানে হয় তবে আগামীকালকেই আমি জানমালের নিরাপত্তার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে শহরে এ ধরনের অনেকগুলি ঝুকিপূর্ণ বৈদুতিক সংযোগের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধারাবাহিক ভাবে বিষয়গুলি প্রকাশ করা হবে।

ক্যাসিনো গডফাদার মিলু ও ক্যাসিনো সম্রাট বাঁধন কোথায়?

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার গডফাদার মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ও তার ভাতিজা ক্যাসিনো সম্রাট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন আত্মগোপনে রয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এলাকায় তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনলাইন জুয়া ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এই দুই চাচা-ভাতিজা।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি তিনি।

এই দুই চাচা-ভাতিজার দুর্নীতির আদ্যপান্ত খুব শীঘ্রই মেহেরপুর প্রতিদিন প্রকাশ করবে।

গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

“সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ছাত্র- জনতার ঐতিহাসিক বিজয় উৎযাপন ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহবানে গাংনীতে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় পিএফজি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ুথ এ্যান্ডিং

হাঙ্গার ও কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধার সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু প্রমুখ।

মেহেরপুর আহমেদ আলী টেকনিক্যাল কলেজের প্রভাষক রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, করমদি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, সমাজসেবক আব্দুর রব প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এই দেশ আমাদের সকলের। এই দেশে সহযোগিতা, সহমর্মিতার সাথে এক হয়ে হিন্দু মুসলিম, বৈদ্য খ্রীষ্টান বাস করে আসছি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেনে সকলের তরে সকলে আমরা নীতিতে থাকতে পারি। তিনারা বলেন, কারো বিজয় উৎযাপনের ভাষা যেন সহিংসতা, লুটপাট বা ধ্বংসযজ্ঞ না হয়। কেউ যেনো নিজের হাতে আইন তুলে না নেই। দূর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ আক্রান্তদের রক্ষা করেন ও তাঁদের পাশে দাঁড়ান। প্রাণহানীসহ রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত সম্পদ (বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ রুখে দাঁড়ান। মন্দিরসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

মেহেরপুরে জামিনে মুক্ত হলেন শিক্ষার্থীসহ বিএনপি-জামায়াতের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হিজুলী গ্রামের বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি হাবিবুর রহমান, গাংনী থানার মামলা নং ০৮, জিআর মামলা নং ৩৯৩/২৩, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)২৫ তৎসহ ৪/৫, সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি কর্মী আবু বক্কর, গাংনী থানার মামলা নং ৯, জিআর মামলা নং ৩৯৪/২৩, ধারা ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)২৫ তৎসহ ৪/৫, একই আইনে মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম নুরু, গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বিএনপি কর্মী বানারুল ইসলাম, গাংনী থানার মামলা নং ৪৩, ঝিআর মামলা নং ২৬৭/২৩ ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিএনপি কর্মী মকলেছুর রহমান, মুজিবনগর থানার মামলা নং ১৯, জিআর মামলা নং ১১৩/২৪, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট এর ১৫(৩)২৫ ডি।

আসামিদের পক্ষে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাদ্দাম হোসেনসহ কয়েকজন আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মঞ্জুল ইসলামের আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করলে আসামিদের জামিন দেন।

এদিকে জামিনপ্রাপ্ত বিএনপির এসব নেতা কর্মীদের জেলগেট থেকে গ্রহণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন। এসময় মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু জেল গেট থেকে বের হওয়ার পর বিপুল পরিমান নেতা কর্মী গ্রহণ করেন। পরে তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।

মেহেরপুরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়েছেন !

নেতাকর্মীদের বিপদের মুখে রেখে সদ্য সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এমনকি পালিয়ে যাওয়ার আগে কারোর সাথে যোগাযোগ করেননি বলে বিভিন্ন জন অভিযোগ করেছেন। তবে অভিযোগকারীরা এখনই নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা পদত্যাগের কিছুক্ষণ আগে বা পরে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তার একদিন আগে তার স্ত্রী মোনালিসা খাতুন ও দুই সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রটি জানায়। তবে এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে তাঁর ফোনে ফোন করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি। পরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ফোন করা হলেও তাদেরও পাওয়া যায়নি। এদিকে, গত সোমবার এই মন্ত্রীর মেহেরপুরস্থ বাসভবনে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। একই সঙ্গে তার ভাই এর মার্কেটসহ জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ও নেতাকর্মীদের বাসভভন ও অফিস ভাংচুর করে বিক্ষুব্ধরা।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার মত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে একতরফা নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের কোন পদে না থাকলেও এমপি হওয়ার সুবাদে ২০১৫ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন। এর পর থেকে শুরু হয় ভিন্ন মতের নেতাদের নির্যাতন। নানাভাবে নিজ দলীয় নেতাদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করে তাদের দুরে সরিয়ে রাখেন। কমিটিতে পদ দেন হাইব্রিড নেতাদের । যাদের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেননি। ত্যাগী নেতারা কেন্দ্রে নানা ভাবে অভিযোগ দিয়েও কেন্দ্র কোন কর্ণপাত করেনি। পরবর্তিতে ২০১৮ সালে তাকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বহু নেতা সমাবেশ করে। তারপরও কেন্দ্র তাকেই মনোনয়ন দেন। বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। এবার এমপির পাশাপাশি তার মুকটে লাগে প্রতিমন্ত্রীর পালক । করা হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। মাত্র তিন বছরের নেতা থেকে হয়ে যান প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যেন আর মাটিতেই পা দেন না।

পরবর্তি ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও মনোনয়ন পান ফরহাদ হোসেন। নিজ দলের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে নির্বাচত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মুকুটে যুক্ত হয় আরও বড় পালক। করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী। মন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ট্রাক ভোটে করার অপরাধে নানা ভাবে হামলা মামলায় জর্জরিত করেন।

একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক থেকে গত ১০ বছরে এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনরাও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। অথচ ১০ বছর আগে তার ভাই-স্বজনদের সংসার চলতো না বলে লোকমুখে শুনা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনে নানা অভিযোগ ও তার সহায় সম্পত্তির হিসাবের তথ্য আসতে শুরু করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

পুলিশ প্রশাসনে রদবদল

গণআন্দোলনে সরকার পতনের পর ঢেলে সাজানো হচ্ছে প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের মহাপরিচালকসহ কয়েকটি শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বুধবার (০৭ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা শাখার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

র্যাবের নতুন মহাপরিচালক হয়েছেন একেএম শহিদুর রহমান। এছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (ডিএমপি) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. মাইনুল হাসান। তিনি এর আগে অপরাধ তদন্ত বিভাগের উপপুলিশ মহাপরিদর্শক ছিলেন।

অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। এ পদে

দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যারিস্টার হারুন-অর-রশিদ। তিনি এর আগে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের মহাপরিচালক ছিলেন।

এছাড়া ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানকেও তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পেয়েছেন।

সূত্র: কালবেলা

গাংনীতে মূল নকসা বাদ দিয়ে সড়ক নির্মাণের চেষ্টা

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর খামখেয়ালিপনায় প্রায় সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা বাদ দিয়ে যেনোতেনোভাবে নির্মাণের পায়তারা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা অনুয়ায়ী করার দাবি জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম।

গত শনিবার (৩ আগস্ট) রাতে এই প্রতিবেদকের সাথে একান্ত স্বাক্ষাতকারে এ দাবি জানান তিনি।

তিনি বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি নির্মাণে সরকার প্রায় সাত শ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ের সড়ক ও জনপথের যায়গার উপর মুল নকসা অনুযায়ী আঞ্চলিক এই মহাসড়কটি নির্মাণ না হলে এই অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়া বেহায়েত হয়ে থাকবে সড়ক ও জনপথের জমি। কি আছে মুল নকসা?

গাংনী মহিলা কলেজ মোড় থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া রাস্তা চার লেন সড়ক এবং কুষ্টিয়া থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং

সার্ভেয়ার গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের পাশে কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলামের জমি অবৈধভাবে দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালান। পরে জমির মালিক কামরুল ইসলাম এই তিনজনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে কামরুল ইসলামের যায়গা ছেড়ে দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গায় রাস্তা নির্মাণ করছেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিমত সড়ক ও জনপথ বিভাগের খামখেয়ালিপনা বন্ধ করে তাদের নিজস্ব জমির উপর দিয়ে সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করুক। নাহলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এলাকাবাসি।